গাংনীতে ডা.নাজমুল হক সাগরের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি,সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম নূরুল হকের সুযোগ্য পুত্র রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডা.এ.এস.এম.নাজমুল হক সাগরের পক্ষ থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহীদদের প্রতি পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সবুক্তগীন মাহমুদ পলাশ,মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহজাহান আলী,গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া,জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হুমায়ন কবির লিখন,সাবেক ছাত্রনেতা চপল,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তৌফিক আজিজ মুন্না,তরিকুল ইসলাম উজ্জ্বল,শিমুল পারভেজ অন্তর,সহ-সম্পাদক নয়ন আলী,শ্রমিক নেতা পলাশ,হাফিজুর হাফি,ছাত্রনেতা কনিক,মুন্না, আশিক প্রমুখ।

মহাজনপুরে উদ্ধার হওয়া লাশ গাংনীর বালিয়াঘাট গ্রামের বুলুয়ারার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের এস আর ইটভাটার পশ্চিমে গমক্ষেত থেকে বস্ত্রবিহীন এক মধ্য বয়সি নারীর উদ্ধার করা মরদেহের পরিচয় সনাক্ত হয়েছে।

গাংনীতে মাঠ থেকে কৃষকের স্যালো মেশিন চুরি

গাংনী উপজেলার বানিয়া পুকুর গ্রামের মাঠ থেকে শহিদুল ইসলাম নামের এক কৃষকের স্যালো মেশিন চুরি হয়েছে। গতকাল রবিবার দিনগত রাতে স্যালো মেশিন চুরির ঘটনা ঘটে।

এবিষয়ে সোমবার বিকেলে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ওই কৃষক।

কৃষক শহিদুল ইসলাম জানায়্, তার গ্রামের মাঠে বোরো ধানের জমিতে সেচ দিয়ে সন্ধায় মেশিনটি পলেথিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে ঢেকে রেখে আসি। সোমবার সকালে স্যালো মেশিনের কাছে গিয়ে দেখি মেশিনটি নেই। পরে বিকেলে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ জানিয়ে এসেছি। বোরো মৌসুমের শুরুতে স্যালোমেশিন চুরি হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক শহিদুল ইসলান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, কৃষকের স্যালোমেশিন চুরির বিষয়ে জানতে পেরেছি। ঘটনার সাথে জড়িতদের খুজে বের করার চেস্টা অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতিয় ভিটামিন এ প্লাস অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোব্বার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অনুষ্ঠিত এ সভার আয়োজন করেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হলরুমে অনুষ্ঠিত ও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুপ্রভা রানীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এমপি ইপিআই আব্দুর রশীদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী, বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা,স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এবার গাংনী উপজেলায় ২১৭ টি কেন্দ্রে ছয় থেকে ১১ মাস বয়সী তিন হাজার ৯৪১ জন ও ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৩০ হাজার ২৮৩জন শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানো হবে।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত-৪

মেহেরপুরের গাংনীতে জমি জায়গা সংক্রান্তের জেরে একই পরিবারের চার জন আহত হয়েছে। আজ রবিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৬ টার দিকে উপজেলা ছাতিয়ান গ্রামের ব্রিকফিল্ড পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো,ছাতিয়ান গ্রামের ব্রিকফিল্ড পাড়ার মৃত পারো মালিথার ছেলে ইয়াজ উদ্দীন(৬০),তার স্ত্রী ময়না খাতুন(৫৫), তার মেয়ে জোসন খাতুন(২৭) ও আবুল কাশের স্ত্রী রঙ্গীলা খাতুন(৬৫)।

আহত ইয়াজ উদ্দিন জানান, ১৯৯৮ মৃত আজিমার উদ্দিনের ছেলে জহিরুদ্দিনের কাছ থেকে ৪ শতক জমির মধ্যে,আমরা ৩ শতক জমি ক্রয় করি ও আমার নিকট আত্মীয় মিনারুল ইসলামরা ১ শতক জমি ক্রয় করে। কয়েক বছর ধরে আমার ওই জমির গাছ-গাছালি তারা কেটে নিচ্ছিল এজন্য আমি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। এখানে আমি কোন বিচার না পেয়ে আবার স্থানীয় কুমারীডাঙ্গা ক্যাম্পে একটি অভিযোগ দায়ের করলে কাল শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উভয় পক্ষের লোকজন নিয়ে বসে মীমাংসা চেষ্টা করি কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হই। আজকে সকালে আমার জমির উপরে তারা ৫ তলা বাড়ি ফাউন্ডেশন নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করে।

এতে আমরা নিষেধ করলে আমাদের ক্ষিপ্ত হয়ে একই এলাকার দিদার বাক্সের ছেলে আনারুল(৬৫),আনারুলের স্ত্রী সফেনা(৫৫),তার ছেলে

মিনারুল(৪০) মিনারুলের ছেলে সজল(২২) ও তার মেয়ে প্রেমা(১৮),তালেপের মেয়ে ছুম্মা(৩৫)।

মিনারুল পরিবারের লোকজন পলাতক থাকা,তার মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিয়েও ফোন রিসিভ না করাই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মটমুড়া ইউনিয়ানের ৮নং এর ইউপি মেম্বার হাফিজুর জানান, জমি জায়গার সংক্রান্ত জেরে সকালে মারামারি হয়েছে শুনেছি। ইয়াজ উদ্দিন অসচ্ছল ব্যক্তি হওয়ায় তার ওপর প্রায় এভাবে হামলা চালায় মিনারুলের লোকজন। যেন এই অসহায়টি আইনের সেবা পায় সেই আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার আবুল কালাম আজাদ জানান, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই।

গাংনীতে সহকারি শিক্ষক হামিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগ

গাংনীর শালদাহ এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হামিদুল ইসলামের নির্যাতনে অসুস্থ্য জীবন যাপন করছে সুরাইয়া নামের এক স্কুল ছাত্রী। এক সহপাঠির ঠুনকো অভিযোগে ওই ছাত্রিকে উপর্যুপরি বেত্রাঘাত করেন শিক্ষক তারই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হামিদুল ইসলাম। চার মাসের বেশি সময় পার হলেও চিকিৎসা নিয়ে আজো সুস্থ্য হতে পারেনি সে। শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার হয়ে অসুস্থ্য মেয়েকে নিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়ে স্বর্বশান্ত তার পরিবার। উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনেক টাকা।

স্কুল ছাত্রী সুরাইয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের দিনমজুর হাফিজুল ইসলামের মেয়ে ও এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সুরাইয়ার সহপাঠিরা শ্রেনী পরিবর্তন করে

অষ্টম শ্রেনীতে উঠলেও তার লেখাপড়ার পর্বটিও যেন চুকে গেছে চারমাস আগে।

সুরাইয়ার অভিযোগ, মাস পাঁচেক আগে বিদ্যালয়ের মীম নামের এক ছাত্রী সুরাইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে শিক্ষক হামিদুলের কাছে। কোন কিছু না শুনেই সহকারি শিক্ষক হামিদুল ইসলাম সুরাইয়াকে বেধড়ক বেত্রঘাত করেন। মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে সুরাইয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করলেও শোনেননি শিক্ষক হামিদুল। পরে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা সুরাইয়া কিছুটা সুস্থ করে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরদিন মেরুদণ্ডের ব্যথা বাড়তে থাকায় তাকে নেওয়া হয় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কয়েকদিন চিকিৎসা নেয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী অথবা ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।

দিনমজুর পিতা বাড়ির গরু ছাগল বিক্রি করে সুরাইয়াকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। নিউরো মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ এম. আহম্মদ আলী সুরাইয়ার আঘাতের স্থানের কয়েকটি পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় উঠে আসে আঘাতের কারণে সুরাইয়ার মেরুদণ্ডের প্রধান শিরায় ক্ষত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার চিকিৎসা ব্যয় বহুল বলে জানতে পারে সুরাইয়ার পরিবার। বিষয়টি জানানো হয় শিক্ষক হামিদুল ইসলামকে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন ও চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিষয়টি চেপে যেতে বলেন। কিন্তু অদ্যাবদি চিকিৎসার কোন খোঁজখবর নেননি ওই শিক্ষক। বরং এখন তিনি বিভিন্ন নেতা ধরে উল্টো অপবাদ অভিযোগসহ নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছেন।

সুরাইয়ার পিতা হাফিজুল ইসলাম জানান, রাজশাহীতে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করাতে হবে বলে চিকিৎসক তাকে জানিয়েছেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রতিদিন অনেক টাকার ওষুধ লাগছে। যা কেনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ধারদেনা করে চলছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য কয়েক লাখ টাকার প্রয়োজন। এমন কোন সম্পদ নেই যা বিক্রি করে মেয়ের চিকিৎসা করাবেন। তিনি আরো জানান, শিক্ষক যেভাবে মারধর করেছেন তা কোন শাসনের মধ্যে পড়ে না। এটি অবশ্যই নির্যাতন। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সুরাইয়ার মামা রফিকুল ইসলাম জানান, একজন ছাত্রীকে বেধড়ক মেেও যখম কেও চিকিৎসার ব্যবস্থঅ না কেও শিক্ষকরা উল্টো বদনাম চাপাচ্ছে আমার ভাগ্নের নামে। আমি ওই শিক্ষকের বিচার চাই। না হলে ওই

শিক্ষকের ভয়ে অনেকেই স্কুলে যেতে চাইবেনা।

এদিকে সরজমিনে তথ্যনুসন্ধানে গেলে, ঘটনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ছাত্রীকে বেত্রাঘাতের বিষয়টি স্বীকার করে তবে উপর্যুপরি নয়, বাঁশের চিকন কঞ্চি দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অকপটে স্বীকার করেন। সেই সাথে চিকিৎসার কিছু অর্থ দেয়া হয়েছে বলে দাবী করেন তিনি। কি কারণে এমন আঘাত করা হয়েছে ? এমন প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিদ্যালয় সভাতির সাথে যোগাযোগের কথা বলেন।

বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শিক্ষক হামিদুল বদ মেজাজী এবং সব সময় শিক্ষার্থীদেরকে নানা কারণে নানা অজুহাতে মারধর করে। লেখাপড়া ঠিকমতো করান না আবার পড়ালেখা বুঝতে না পারলেও বুঝিয়ে দেন না। কেউ ভয়ে কথা বলে না।

এ বিষয়ে এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম জানান, সুরাইয়াকে মারধর করার ঘটনাটির সময় তিনি ছিলেন না। তবে শিক্ষক হামিদুল ইসলাম তাকে মারধর করেছেন এটা তিনি শুনেছেন এবং ওই ছাত্রীকে চিকিৎসার কিছুটা ব্যবস্থা করেছেন বলেও দাবী করেছেন তিনি।

বিদ্যালয় পরিচালনাা পর্যদের সভাপতি রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু জানান, ঘটনাটি তিনি শুনেছেন। তবে মারধরের পরিমান এতো বেশি বা তার করুন অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না। ঘটনাটি জানার পর বিষয়টি নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান এই চেয়ারম্যান।

বিষয়টি অবগত করা হলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রনী খাতুন বলেন, এ বিষয়ে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ

সমিতির ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করা বে-সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)এর ৫৩তম বর্ষপুর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মহাফিল ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধাবার বিকেল ৪টার সময় সংস্থার গাংনীর বাশঁবাড়িয়ায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য আয়োজন করে সংস্থা কর্তৃপক্ষ।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(বিএনএফ) অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি(পিএসকেএস) প্রতিষ্ঠার ৫৩ বছর শেষ করে ৫৪ বছরে পদার্পন করলো।

বর্ষপুর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার কার্য নির্বাহী কমিটির সভাপতি তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোঃ রমজান আলী।

এসময় নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি নুরুল ইসলাম, কোষাধক্ষ্য মোঃ এমদাদুল হক, নির্বাহী সদস্য মোছাঃ ফারহানা ইয়াসমিন বক্তব্য রাখেন। সংস্থার পরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান এঁর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংস্থার উপ পরিচালক মোঃ কামরুল আলমসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মচারি ও কৃষি উন্নয়ন কর্মসুচীর সকল কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।দোয়া পরিচালনা করেন বাঁশবাড়িয়া জামে মসজিদের ইমাম মোঃ বনি আমীন। বাঙ্গালী মায়েদের হাতের হরেক রকম পিঠা পায়েশের পসরা সাজানো হয় উৎসবে। ভাপা, পুলি, চিতই, পাটি শাপটাসহ নাম না জানা হরেক স্বাদ ও বাহারি রকমের পিঠার কারিগরদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে।

এসময় বক্তারা বলেন,১৯৭০ সালে গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের কৃতি সন্তান মহাঃ মোশাররফ হোসেন স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় গ্রামের নাম অনুসারে ‘‘পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’’ (পিএসকেএস) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সংস্থাটি মানুষের জীবন মান উন্নয়নে নানামুখি কর্মকান্ড সফল ভাবে পরিচালনা করে সুনাম অর্জন

করেছে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, প্রাণী, গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ,শালিশ ও ঋণ কার্যক্রমে কাজ করে সুনাম অর্জন করে চলেছে। অজো পাড়া গ্রামের একজন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে মোশাররফ হোসেন একটি বীজ বপন করেছিলেন। যে বৃক্ষটি ৫৩ বছরের একটি পরিপুরক বৃক্ষে রুপ নিয়েছে। আর সেই বৃক্ষের ছায়াতলে অনেক শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। অনেকেই এই সংস্থায় চাকরি করে জীবন জীবীকা নির্বাহ করছেন। সকলেই সংস্থাটিকে নিজের মনে করতে পেরেছেন বলেই সংস্থাটি মেহেরপুর জেলায় মাথা উঁচু করে সাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে।

সংস্থার প্রচেষ্টায় হাজার হাজার দরিদ্রপরিবার আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। কৃষি কাজ, ছাগল পালন, মৎস্যচাষ, সেলাইয়ের কাজসহ নানা ধরনের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। উপস্থিতিরা সকলেই সংস্থাটির সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করেন।

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগে জরিমানা

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে আব্দুল জিহান (৩০) নামের এক ব্যাক্তিকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আব্দুল জিহান চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটি কাটার অপরাধে গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

এসময় জিহান নামের ওই ব্যাক্তিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার(ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাদির হোসেন জানান, সরকারি কোন অনুমোদন না নিয়ে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এমন

সংবাদ পেয়ে গাংনীর আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটিকাটা অবস্থায় আব্দুল জিহান নামের এক ব্যাক্তিকে হাতেনাতে আটক করলে জিহান তার অপরাধ স্বীকার করে। এসময় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর ৫(২) ও ১৫(১)(খ) ধারায় তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে রশিদ দিয়ে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ

চাকরির জন্য সভাপতির হাতে জমা দেওয়া টাকা বারবার ফেরত চেয়ে না পেয়ে অবশেষে শিক্ষক কর্মচারীরা বিদ্যালয়ে অবস্থান কর্মসুচী পালন করেছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের তোপের মুখে অবরুদ্ধ করে রাখেন মেহেরপুরের গাংনীর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ আনিসুজ্জামান লুইচকে। বুধবার সকালের দিকে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষক কর্মচারীদের দাবী- বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির জন্য তাদের কাছ থেকে রশিদের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে ৬৫ লাখ টাকা। তবে ৩৫ লাখ টাকা নেয়ার বিষয়টি স্বীকারও করেছেন সভাপতি আনিসুজ্জামান লুইচ।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি বাঁশবাড়িয়া নামক স্থানে একটি খাস জমিতে স্থাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শীলা। সেসময় বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয় প্রধান শিক্ষকসহ ২৪জনকে। বিভিন্ন অজুহাতে ওই শিক্ষক কর্মচারী ছাড়াও আরো ৬জনের

কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় মোট ৬৫ লাখ টাকা। টাকা গ্রহণের রশিদও দেন তিনি। এ ছাড়াও জোড়পুকুর গ্রামের মকলেচুর রহমান স্বপন নামের একজন সাদিয়া পারভীন নামের একজনের কাছ থেকে টাকা নেন দুই লাখ ২০ হাজার টাকা। সংসদ সদস্যকে দেয়ার নাম করে ওই টাকা নিলেও স্বপন ও সংসদ সদস্য কিছুই জানেন না বলে দাবী করেন।

নানা কারণে বিদ্যালয়টি পশ্চিম মালসাদহ নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয় ২০১৭ সালে। কোন স্বীকৃতি না পাওয়ায় বিদ্যালয়টির শিক্ষক কর্মচারীরা টাকা ফেরতের জন্য সভাপতি আনিসুজ্জামান লুইচকে চাপ দিতে থাকেন। এক রকম বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেন তিনি। এদিকে বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক অবস্থায় যে সব শিক্ষার্থী ছিল সবাইকে অন্যত্র ভর্তি হওয়ায় শিক্ষার্থী শুণ্য হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে ধার দেনা ও সম্পদ বিক্রি করে দেয়া টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুসে উঠেন শিক্ষক কর্মচারীরা। সুযোগ খুঁজতে থাকেন বিদ্যালয়টির সভাপতির আগমনের অপেক্ষায়। অবশেষে আনিসুজ্জামান লুইচ ফিরে আসেন নিজ বাড়িতে।

সংবাদ পেয়ে সকল শিক্ষক কর্মচারীরা তার বাড়িতে উপস্থিত হলে কৌশলে তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। শিক্ষকরা তাকে গাংনী উপজেলা চত্ত্বর থেকে ধরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কক্ষে অবরোধ করে রাখেন।

খবর পেয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক শিক্ষকদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং এর ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, তিনি বাইরে আছেন এবং টাকা আত্মসাতের বিষয়টি শুনেছেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে উভয় পক্ষের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে তথ্য অফিসে আয়োজনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গাংনীর হোগল বাড়িয়া মহাম্মাদপুর হাজী ভরষ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটায় সময় জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ রনী খাতুন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী ভরষ উদ্দিন মহাম্মাদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আবু ছালে মোঃ নাজমুল হক সাগর।

এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে স্মার্ট আচরণগত পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, হাজী ভরষ উদ্দিন মহাম্মাদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম এবং ৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ ।

এ সময় জেলা তথ্য অফিসার প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক জনবান্ধব পদক্ষেপের বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে জনগণকে আহ্বান জানান এবং গুজব ও অপপ্রচার প্রতিহত করতে জনগণকে সচেতন থাকতে অনুরোধ করেন। আগত অভিভাবকদের সন্তানদেরকে বাল্যবিবাহ না দিতে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।